খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিবহন শ্রমিকদের সংঘর্ষ-ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস

প্রকাশিত: ২১:১৯, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে বাস শ্রমিক কর্তৃক মারধরের ঘটনায় সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে শিক্ষার্থী ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় কয়েকটি বাস ও পরিবহন কাউন্টার ভাংচুর হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সঙ্গে কাজ করছে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্যরা।

বুধবার (৪ ডিসেম্বর) বিকালে এ ঘটনা ঘটে। এরপর থেকে সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ছবি তুলতে গিয়ে যমুনা টেলিভিশনের ক্যামেরাপার্সন আমির সোহেল, দৈনিক প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেন ও খুলনা প্রতিদিনের সাংবাদিক মাসুদ রানা মারধরের শিকার হন।

গোপালগঞ্জ থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র রাজীব পরিবহনে খুলনায় আসছিল। এ সময় বাসের হেলপারের সাথে তার কথা কাটাকাটি হয় এবং পরিবহন শ্রমিকরা তাকে মারধর করে।

এ ঘটনা শুনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে যান। তখন পরিবহন শ্রমিকরা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারধর ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে।

খবর পেয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনালে পৌঁছালে পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন

আহত হন। এ সময় কয়েকটি বাস ও পরিবহন কাউন্টার ভাংচুর হয়েছে।

পুলিশ, সেনাবাহিনী ও নৌ বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিবহন শ্রমিক নেতারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। তবে রাত ৮টা পর্যন্ত সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও পরিবহন শ্রমিক আহত হয়েছে।

রাত সাড়ে আটটার সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক পরিচালক প্রফেসর ডক্টর নাজমুল সাদাত বলেন, অবিলম্বে ছাত্রদের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার অবৈধ অস্ত্র প্রদর্শনকারীদের অস্ত্রসহ গ্রেফতার রাজীব পরিবহন বন্ধ ঘোষণা এবং আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যে দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ছাত্ররা আন্দোলন চালিয়ে যান ঘোষণা দিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে গেছে।